DEPARTMENT OF HISTORY

HONOURS

SEM — ii

PAPER - IV

NARATTAM BISWAS

বিবরনে বেশ কয়েকটি নগরের বর্ননা পাওয়া যায়। যেমন প্রয়োগ ও কনৌজের কথা তিনি অনেকবার নগর হিসাবে বলেছেন। উজ্জয়িনী ও বারানসী চিনা রেশমের বাজার হিসাবে তখনও যথেষ্টগুরুত্বপূর্ন ছিলো।

আলোচ্য সময়পর্বে দক্ষিন ভারতেও অনেকগুলি নগর গড়ে উঠেছিলো। ড. ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন কৃষি সমৃদ্ধ একটি গ্রাম কীভাবে নগরে পরিনত হয় তার উদাহরন রাজস্থানের নাডোল। এটি প্রথমে ছিলো একটি গ্রাম তার পরে বানিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে এটি একটি নগরে পরিনত হয়। ড. রনবীর চক্রবর্তী বলেছেন বানিজ্যের প্রসার, কৃষির সম্প্রসারন ও কৃষিদ্রব্যের লেনদেন দাক্ষিনাত্যের নগরায়নের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিলো।

সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর 'রামচরিত' গ্রন্থে রামাবতী নামক এক নগরের কথা বলেছেন। রামাবতীকে দেবতাদের নগর বা অমরাবতীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। এছাড়া এই সময়ের অন্যান্য নগরগুলি হলো পাটলা, মহস্থানগড়, পাহাড়পুর প্রভৃতি। ড. চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে কিছু নগরের পতন ঘটলেও 1000 খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ সারা ভারতবর্ষ জুড়ে দ্রুত নগরায়নের সূচনা ঘটেছিলো। এই নগরায়নকে তিনি 'তৃতীয় দফার নগরায়ন' বলেছেন।

ড. রনবীর চক্রবর্তী মনে করেন আদি মধ্যযুগে তৃতীয় দফার নগরায়নের কোনো মূলকেন্দ্র ছিলো না। সেই সময়ের নগরগুলির বেশিরভাগই বানিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিলো। আর আঞ্চলিক কিছু স্বৈরশাসক এর উত্থানের পিছনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা নিয়েছিলো। ড. চট্টোপাধ্যায় এর গবেষনায় দেখা যায় যে সপ্তম শতাব্দীতে মালবে ২০ টি, গুজরাটে ।3। টি, অন্ধ্রপ্রদেশ 70 টি ও কর্নাটকে 27 টি নগরের অস্তিত্ব ছিলো, তাই বলা যায় আদিমধ্যযুগে ভারতে নগরায়ন প্রথা অব্যাহত ছিলো।

1) ভারতের আদি মধ্য যুগে ভারতের নগরায়ন প্রথা আলোচনা করো।

⇒ ভারতে নগরায়নের সূচনা অতি প্রাচীন কাল থেকেই। ভারতের নগরায়নের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো একবার উত্থান একবার পতন। আদি মধ্য যুগের নগরের প্রকৃতিতে উত্থান ও পতনের তথ্য পাওয়া যায়। আদি ড. রামশরণ শর্মা ৬00 - ১২00 খ্রিষ্টাব্দ সময়কালকে 'সামন্ততন্ত্রের বিকাশের যুগ' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে এই সময় সামাজিক ও অবক্ষয়ের ফলে নগরায়নের প্রকৃতিতে অবক্ষয় দেখা দেয়। আর নগরায়নের অবক্ষয়ের প্রধান কারন ছিলো কৃষিশিল্প ও বানিজ্যের ক্ষেত্রে চরম অবক্ষয়।

ঐতিহাসিক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, চম্পক লক্ষ্মী এই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষন করেছেন। ড. চট্টোপাধ্যায় উত্তর ভারতের কয়েকটি নগরের অবক্ষয়ের কথা যেমন মেনে নিয়েছেন তেমনই উত্তর ভারতেই যে কয়েকটি নগর টিকে ছিলো তার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখিয়েছিলো। ড. শর্মার মতে আদি মধ্য যুগে গাঙ্গেয় উপত্যকায় সার্বিক নগরায়নের অবক্ষয়ের তত্ত্বকে মেনে নেননি। তাঁর মতে অহিচ্ছত্র, দিল্লির পুরান কেল্লা, উত্তর প্রদেশের অত্রাঞ্জি খেড়া, বিহারের চিরন্দ, হরিয়ানার পেহোয়া প্রভৃতি নগর যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী ছিলো।

আদি মধ্য যুগে সমুদ্রযাত্রার মাধ্যমে বৈদেশিক বানিজ্য চলতো। সম্ভবতই বানিজ্যিক প্রয়োজনে অনেক বন্দর গড়ে ওঠে আর এই বন্দরগুলি ক্রমশ নগরের চরিত্রধারন করে, যেমন – রাষ্ট্রকূট আমলে ভৃগুকচ্ছ বন্দর, প্রতিহার আমলের বতাম্বে বন্দর। আবার এই যুগের তীর্থস্থান, শাসনকেন্দ্র ও বানিজ্যিক প্রয়োজনে নগরের বিকাশ হয়। অশ্ব বানিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে হরিয়ানার পেহোয়া নগরের উত্থান ঘটেছিলো। গাঙ্গেয় উপত্যকার তত্ত্বানন্দপুর বাজার, দোকান, রাস্তা, বাসগৃহ সমৃদ্ধ ছিলো। সীয়াডোনী নগরটি লবন ব্যবসার কেন্দ্র হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলো।

ড. রামশরন শর্মা তাঁর 'Urban Decay in India' গ্রন্থে ভারতের 1000 খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নগরের যে সার্বিক অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন তা সঠিক নয়। ইউয়েন সাঙের